যুগান্তর

তারিখ 29 MAR 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

নকলমুক্ত পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। প্রথম দিনে নকলের দায়ে কিছু পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হইলেও এইবার রাজধানীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ছিল এক ব্যতিক্রমী চিত্র। নগণ্য সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া কেন্দ্রগুলিকে নকলমুক্তই বলা চলে। রাজধানী ঢাকার কেন্দ্রগুলি ছাড়া সারাদেশে কিছু নকল হইলেও কোথাও নকলের হাট বসে নাই। মফস্বলের কেন্দ্রগুলিতে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন এবং পরিদর্শকদের কড়া নজরদারি ছিল। যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে প্রশাসন, বোর্ড ও পরিদর্শকদের কড়াকড়ির কারণে পরীক্ষার্থীরা নকলসহ কেন্দ্রের ভিতরেই প্রবেশ করিতে পারে নাই। ছাত্রদের মাঝে বহিষ্কারের পাশাপাশি গ্রেফতারের ভয়ও ছিল। আর শিক্ষকরা বহিষ্কার, এমপিও বাতিল ও জেল-জরিমানার কারণে সম্মান হারানোর ভয়ে ভীত হইয়া যথাযথ দায়িত্ব পালনে ছিলেন সচেষ্ট। রাজনৈতিক নেতাকর্মীরাও কেন্দ্রে ঢুকিতে পারেন নাই বলিয়া পরিবেশ স্বাভাবিক ছিল। নকলপ্রবণতা হ্রাসের কারণ হিসাবে শিক্ষকরা বলিয়াছেন, সরকারের নকলবিরোধী কঠোর পদক্ষেপ ও দেশব্যাপী প্রচারণা হইতে এই ইতিবাচক ফল আসিয়াছে। প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনতা-উত্তরকালে নকল নামক অভিশাপ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করিয়াছে। কেবলমাত্র হাতেগোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সারাদেশেই নকল মহামারী আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষাতেই বস্তা বস্তা নকল সরবরাহ করা হইত। এমনকি পরীক্ষা কেন্দ্রের ছাদ ফুটা করিয়াও নকল সরবরাহ করিতে দেখা গিয়াছে। জাতীয় দৈনিকগুলিতে এই বিষয়ক সচিত্র প্রতিবেদনও প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাম ও মফস্বল এলাকার অধিকাংশ কেন্দ্রে নকলের এহেন নির্লজ্জ মহোৎসবে অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও কান্ডারিরাও শামিল হইত। অসংখ্য ছাত্রছাত্রীও পরিস্থিতির কারণেই নকলের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সারা বৎসর পড়াশোনা না করিয়া নকলের উপযোগী করিয়া বইয়ের পাতা কাটা ও নকল লিখা রপ্ত করিত এবং ইহা লইয়া তাহাদের কোন লজ্জা বা অনুতাপ ছিল না। বরং নকল করিবার ব্যাপারে অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও হইত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই সকল দুষ্কর্মে অনেক শিক্ষক ও অভিভাবকের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। পরীক্ষার পূর্বের দিন নূতন বই কিনিয়া পরীক্ষার হলে উহা খুলিয়া নির্দ্বিধায় নকল করিবার চিত্র খুব বেশি অপ্রচলিত ছিল না। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা, উপনেতা ও ক্যাডার বাহিনীর নকলসহ পরীক্ষা কেন্দ্রে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিবার ঘটনাও ছিল অজস্র। সামান্য প্রতিবাদেও জীবননাশের ঝুঁকি ছিল। এই আত্মঘাতী প্রবণতার মাসুল জাতি ইতিমধ্যেই দিতে শুরু করিয়াছে। নকলের অপব্যবহারের কারণে জাতি হইতে চলিয়াছে মেধাশূন্য। উহার আলামত এখন সবখানেই প্রকট। নকলের দৌরাত্ম্য এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যেন নকলমুক্ত পরীক্ষা আর এই দেশে কখনোই অনুষ্ঠিত হইবে না। এই কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতার সুদীর্ঘ তিন দশক পরে বর্তমান সরকারের আমলে গত বৎসর হইতেই পাবলিক পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করিবার সবিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে সকল প্রকার দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্য সরকারের আন্তরিক পদক্ষেপ সকলের নিকটই গ্রহণযোগ্য ও অভিনন্দিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন সেমিনার, সমাবেশ ও পাবলিক পরীক্ষার প্রাক্কালে নকলবিরোধী যেই সকল বক্তব্য রাখিয়াছেন উহা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সকল মহলে প্রশংসিত হইয়াছে। নকলের বিরুদ্ধে শুরু হইয়াছে ব্যাপক জনসচেতনতা। এইবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে নকলের বিরুদ্ধে রীতিমতো জেহাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। বিগত ত্রিশ বৎসরের ভুলের মাসুল দিবার এখনই সময়। নকলবাজ ও ইহাতে সহায়তাকারীর জন্য ঘৃণা এবং ধিক্কারই কেবল প্রাপ্য নয়, ইহাদের জেল-জরিমানাসহ আইনি শাস্তি হইতে হইবে। তবে নকলমুক্ত পরীক্ষা কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয়। জাতির জীবন হইতে নকল নামক অভিশাপ মুক্ত করিতে হইলে সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, শিক্ষক, গণমাধ্যম, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ সকল সচেতন মহলকে সততা ও আন্তরিকতার সহিত আগাইয়া আসিতে হইবে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এইখানে নকল নামক ঘুণপোকার বসতি হইবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।